UMMAH NETWORK

presents

আকিদা সিরিজ

৩য় পর্ব

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ

শাইখ তামিম আল-আদনানী হাফি.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

সিরিজের গত পর্বে আমরা তাওহিদের প্রকার তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছিলাম। এবার আমরা প্রতিটি প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। এই মজলিসে আমরা আলোচনা করব তাওহিদের প্রথম প্রকার **তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ** নিয়ে।

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর পরিচয়:

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শাইখ হাফিজ বিন আহমাদ আল-হাকিমি রহ. বলেন:

هُوَ الْإِقْرَارُ الْجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ، وَخَالِقُهُ، وَمُدَبِّرُهُ، وَالْمُتَصَرِّفُ فِيْهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا مُضَادَّ لَهُ (وَلَا مُمَاثِلَ لَهُ)، (وَلَا سَمِيَّ لَهُ)، وَلَا مُنَازِعَ فِي شَيْءٍ مِّنْ مَعَانِيْ رُبُوْبِيَّتِهِ وَمُقْتَضَيَاتِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ

'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ হলো, এই কথার নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সবকিছুর মালিক, গোটা বিশ্বজগতের তিনিই একমাত্র পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক, তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক; তার রাজত্বে কেউ শরিক নেই, তার কোনো সহযোগী নেই, তাঁর আদেশকে রহিত করার শক্তি কারও নেই, তাঁর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার কেউ নেই, তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ নেই—সমকক্ষও নেই। রুবুবিয়্যাহ ও প্রভুত্বের কোনো ক্ষেত্রেই তার বিরোধিতা করার কেউ নেই এবং তাঁর নাম ও গুণাবলিতেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।' (আ'লামুস সুন্নাতিল মানশুরাহ: ৪৫)

আবার অনেকে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে—

اَلْإِعْتِقَادُ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ الْمُدَبِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

'আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরিক নেই এবং তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক—এই বিশ্বাসকেই তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ বলে।'

তাহলে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহতে আমরা মৌলিকভাবে দুটি পয়েন্ট পাচ্ছি :

১. আল্লাহর অস্তিত্বে ইমান আনা।

২. আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করা।

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে মুমিন হতে পারেবে না। বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী নাস্তিকরা ছাড়া কেউ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের মতো সহজাত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করে না। এ নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব। অনুরূপভাবে কেউ যদি বিশ্বজগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, তবে সেও তাওহিদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে শিরকের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। অলি-বুজুর্গরা পৃথিবী পরিচালনা করেন, তারা মানুষের লাভ-ক্ষতির মালিক, তারা সন্তান দিতে পারেন—এই ধরনের অপবিশ্বাস যদি কেউ লালন করে তবে সে মুশরিক। মোট কথা, আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে এগুলোর একটিও যদি গাইরুল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয় তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে।

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর দলিল:

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর জন্য বাহ্যিক কোনো দলিলের মোটেও দরকার নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই বিশ্বাস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর অস্তিত্ব একটি প্রাকৃতিক ও সহজাত অনুভূতি। আমরা জানি আল্লাহ আছেন। সেই সঙ্গে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার এবং তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করার ব্যাকুলতাও আমাদের অবচেতন মনে কাজ করে। শরিয়াহর পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'ফিতরাহ'। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٠

'আল্লাহর ফিতরাহ ও প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে ফিতরাহ ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সুরা রুম, ৩০:৩০)

প্রতিটি শিশুকেই আল্লাহ তাআলা এই ফিতরাহ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ

'এমন কোনো শিশু নেই যাকে আল্লাহ তাআলা এই ফিতরাহর ওপর সৃষ্টি করেননি।' (মুসনাদু আহমাদ: ৮১৭৯)

আধুনিক বিজ্ঞানও এই বিষয়টি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলোপমেন্টাল সাইন্টিস্ট ডক্টর জাস্টিন এল ব্যারেট তার বিখ্যাত 'বর্ন বিলিভার্স' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

'.... শিশুরা জন্মগতভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, যাকে আমি বলি সহজাত ধর্ম ...।' (Born Believers : ১৩৬)[১]

প্রিয় ভাই!

সৃষ্টির পরতে পরতে আমরা খুঁজে পাই একজন মহা পরাক্রমশালী স্রষ্টার অস্তিত্ব। প্রতিটি মাখলুকই একজন খালিকের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে। তাই প্রতিটি সৃষ্টিই স্রষ্টার অস্তিত্বের একেকটি দলিল। কুরআনুল কারিম আমাদের দিকে কত প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে দেখুন—

أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ۝٣٥

'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (সুরা তুর, ৫২:৩৫)

একজন গণ্ডমূর্খ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। আরবের এক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ যে আছেন তা তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে? সে উত্তর দেয়—

اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ، وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ، فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ!

'উটের মল দেখে বোঝা যায় এখানে উট ছিল, পথিকের পদচিহ্ন দেখে বোঝা যায় পথিকের অস্তিত্ব। অগণিত নক্ষত্র-খচিত এই আসমান, প্রশস্ত পথভরা এই জমিন আর উর্মিমালায় উত্তাল সাগর কি মহান রবের অস্তিত্বের ঘোষণা দেয় না?' (কিতাবুল মাওয়াকিফ: ১/১৫১)

১. https://books.google.co.in/books?id=JVJsakBCGGQC&printsec=frontcover

কুরআন ও সুন্নাহয় তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অসংখ্য দলিল এসেছে। কুরআন-সুন্নাহর যেখানেই (اَلرَّبُّ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অথবা যেখানেই সৃষ্টি, রিজিক, রাজত্ব ইত্যাদির মতো রুবুবিয়্যাহ ও প্রভুত্বের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে, সেটি তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর দলিলের অন্তর্ভুক্ত। নমুনা হিসেবে আমরা এখানে কয়েকটি দলিল উল্লেখ করব।

- আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই বিশ্বজগতের পালনকর্তা। কুরআনুল কারিমে এসেছে :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢

'সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।' (সুরা ফাতিহা, ১:১)

- তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং রিজিকদাতা। কুরআনে এসেছে :

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিজিক দান করে? (সুরা ফাতির, ৩৫:০৩)

- তাঁর হাতেই গোটা বিশ্বজগতের একচ্ছত্র রাজত্ব। কুরআনের ভাষায়—

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সুরা ইয়াসিন, ৩৬:৮৩)

- তিনিই আমাদের জীবন-মরণের মালিক। কুরআনে এসেছে :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?' (সুরা মুলক, ৬৭:০২)

প্রিয় ভাই!

কেবল তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর বিশ্বাস মানুষকে শিরকের গণ্ডি থেকে বের করে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করায় না এবং জাহান্নাম থেকে নাজাতও দেয় না। তাওহিদের বাকি দুই প্রকারের ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। আরবের মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকরাসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের মানুষই তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহয় বিশ্বাস করে। কেবল নাস্তিক ও বর্তমান জামানার কমিউনিস্টদের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের জন্যই এটি সত্য। কারণ মানুষের ফিতরাহ ও আকল তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বতস্ফূর্তভাবে উপলব্ধি করে। মক্কার মুশরিকরা যে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহয় বিশ্বাস করত এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বহু আয়াত এসেছে।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٦١

'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন—কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তবে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?' (সুরা আনকাবুত, ২৯:৬১)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۝٩

'যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন—কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা।' (সুরা জুখরুফ, ৪৩:৯)

এই আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মক্কার মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস করত। কিন্তু এই বিশ্বাস তাদের মুমিন বানাতে পারেনি। কারণ তারা তাওহিদুল উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস করত না। তাবলিগের ভাইয়েরা কেবল এই তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকেই কালিমায়ে তাওহিদের উদ্দেশ্য বলে বয়ান করে থাকেন। অথচ কালিমায়ে তাওহিদের মূল উদ্দেশ্য তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ নয়। এটি অনেক বড় একটি ভ্রান্তি। দোয়া করি, আল্লাহ তাদের এই মারাত্মক ভুল শুধরে ওঠার তাওফিক দিন। সামনের কোনো পর্বে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

বান্দা যখন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে মেনে নেয়—এক কথায় সে যখন তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন এই বিশ্বাস তাকে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর দিকে ধাবিত করে। কারণ যে ব্যক্তি তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করে নেয়, সে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ স্বীকার করতেও বাধ্য হয়ে পড়ে। প্রথমে মানুষের অন্তরে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর কথা আসে, তারপর তা উন্নত হয়ে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহয় রূপ নেয়। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা এই তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে তাওহিদুল উলুহিয়্যার জন্য দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এবং তাওহিদুল উলুহিয়্যাহকে অস্বীকার করার কারণে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহও যে অর্থহীন হয়ে পড়ে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন।

বিষয়টি একটু খুলে বলি। মানুষ যখন বিশ্বাস করে নেয় যে, আল্লাহ তাআলাই বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা, তিনিই জীবন ও মরণের মালিক, ভালো ও মন্দ সব তারই হাতে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তার পক্ষ থেকেই আসে; তখন সে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়। সে মনে করে, তার সঙ্গে যা ঘটে তা আল্লাহর হুকুমেই ঘটে। সে যদি জান্নাতে প্রবেশ করে তবে তা আল্লাহর তাওফিক ও রহমতেই সম্ভব হবে। আর সে যদি জাহান্নামে যায় তবে তা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ইনসাফের কারণেই যাবে। এই বিশ্বাসের কারণে সে কল্যাণ লাভ করতে আল্লাহর তাআলারই শরণাপন্ন হয় এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচতে তার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহর কাছেই সে হিদায়ত চায়। এটি বান্দার হৃদয়ে তার রবের প্রতি প্রবল ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তখন সে কথা ও কাজে আল্লাহর প্রিয় হতে চায়। পাশাপাশি তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও ভয়ও জেগে ওঠে। আর এটিই তার অন্তরে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ সৃষ্টির আলামত। এভাবে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর দরোজা দিয়ে সে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহতে প্রবেশ করে। এখান থেকে আমরা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আগামী মজলিসে আমরা তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।